ইত্তেফাক

তারিখ ... 6/8/78 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

060

৩২ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিয়াছেন। এই পরিষদ আগামী ৩ মাসের মধ্যে দেশে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিবে।

গতকাল (শনিবার) বিকালে সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এই তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কিংবা একনাগাড়ে কয়েকদিনের জন্যও

(৮ম পৃঃ ৩এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

(১ম পৃঃ পর)

সভায় মিলিত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে বক্তব্য রাখিবেন তাহা সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং পরে একটি দলিল আকারে প্রকাশ করা হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, পরিষদ কাজ শুরু করার সময় হইতে দুইমাসের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতির খসড়া প্রস্তুত করিবেন। ইহার পর তিনদিন ব্যাপী একটি জাতীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইবে; এই বিতর্কে পরিষদের চিন্তাধারা ও মতামত উপস্থাপিত হইবে এবং বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা উহার উপর স্বাধীনভাবে মতামত উপস্থাপন করিবেন। বিতর্কে যে সকল বক্তব্য রাখা হইবে পরিষদ উহার সভায় তাহা বিবেচনা করিবে এবং এক মাসের মধ্যে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিবে।

কাজী জাফর আহমদ আরও বলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে জনগণের নাগালের মধ্যে আনিতে হইবে, শিক্ষার ব্যয়ভার কমাইতে হইবে এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই জরুরী ভিত্তিতে কর্মতৎপরতার সূচনা করিয়াছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ হইতেছেন : ডঃ ওয়াহিদউদ্দিন আহমেদ, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর মোসলেহউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ মোঃ আবদুল বারী, ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর এম, আই, চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ডঃ মোঃ ইউনুস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি। বেসরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। সরকারী মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির একজন প্রতিনিধি। জামিয়াতুল মোদাররেসিনের একজন প্রতিনিধি। জনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশ, শিক্ষানুরাগী। জনাব কামরুল হাসান, শিল্পী। জনাব আনোয়ার হোসেন মনজু, সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক। জনাব আতাউস সামাদ, সাংবাদিক। জনাব ফয়েজ আহমেদ, শিশু সাহিত্যিক। ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা যাদুঘর। জনাব আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লা খান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। ডঃ এম, এ, সাত্তার, সচিব, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, পরিচালক, সমাজকল্যাণ বিভাগ। কর্ণেল এ, কে, এম, শামসুল ইসলাম, পরিচালক, শিক্ষা ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। জনাব জাহানারা ইমাম, শিক্ষানুরাগী। জনাব হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (সদস্য সচিব)।